

স্মারক নং-২৭.২৪.০০০০.০১৫.৯৯.০১৯.২২-৬০৬

তারিখঃ ১২ চৈত্র ১৪২৮
২৬ মার্চ ২০২২

সদয় দৃষ্টি আকর্ষণঃ সম্পাদক
সকল জাতীয় দৈনিক

ঢাকা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানি (ডেসকো) লিমিটেড এর নিম্নোক্ত প্রেস বিজ্ঞপ্তিটি আপনার স্বনামধন্য পত্রিকায় প্রচারের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে।

ধন্যবাদান্তে,

প্রকৌঃ গাজী শাহরিয়ার প্রারভেজ
উপ-মহাব্যবস্থাপক (প্রশাসন)

ঢাকা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানি (ডেসকো) লিমিটেড কর্তৃক যথাযথ মর্যাদায় ২৬ মার্চ মহান
স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস- ২০২২ উদযাপন।

মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস ২০২২ উপলক্ষে ২৬ মার্চ প্রত্যুষে ডেসকো'র প্রধান কার্যালয়ে যথাযোগ্য মর্যাদায় জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়। জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন ডেসকো বোর্ডের চেয়ারম্যান ও বিদ্যুৎ বিভাগের অতিরিক্ত সচিব জনাব এ.টি.এম মোস্তফা কামাল। এসময় ডেসকো'র ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব কাওসার আমীর আলী, নির্বাহী পরিচালক (প্রশাসন ও এইচআর) যুগ্মসচিব খন্দকার জহিরুল ইসলাম সহ অন্যান্য নির্বাহী পরিচালক মহোদয়গণ এবং ডেসকো'র উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

সকাল ০৯:৩০ ঘটিকায় ডেসকো'র প্রশিক্ষণ ও উন্নয়ন দপ্তরে ডেসকো'র ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের সভাপতিত্বে মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস ২০২২ উপলক্ষে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। ডেসকো বোর্ডের চেয়ারম্যান মহোদয় সভার প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্র বিজ্ঞান বিভাগের সাবেক প্রফেসর ড. শওকত আরা হোসেন, সভায় মুখ্য আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলা একাডেমীর সাবেক মহাপরিচালক ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর ড. সৈয়দ আনোয়ার হোসেন। নির্বাহী পরিচালক মহোদয়গণসহ ডেসকো'র সর্বস্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ আলোচনা সভায় অংশগ্রহণ করেন। প্রফেসর ড. সৈয়দ আনোয়ার হোসেন তার বক্তব্যে বলেন জাতির পিতার আদর্শ ধারণ করতে হলে আমাদেরকে জাতির পিতাকে চিনতে হবে। তিনি আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা, মুক্তিযোদ্ধের প্রেক্ষাপট, ২৬ মার্চ স্বাধীনতার ঘোষণা, জাতির পিতার বিভিন্ন ভাষণ ও জীবনের বিভিন্ন ঘটনার প্রেক্ষাপট বর্ণনা করে জাতির পিতার আদর্শের সঙ্গে উপস্থিত সকলকে পরিচয় করিয়ে দেন। তিনি মুক্তিযোদ্ধের চেতনায় সাম্য, মানবাধিকার ও সামাজিক ন্যায় বিচারের ভিত্তিতে রাষ্ট্র ঘটনে ভূমিকা রাখার জন্য সকলের প্রতি আহ্বান জানান।

ডেসকো বোর্ডের চেয়ারম্যান মহোদয় তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন স্বাধীনতার সুফল হচ্ছে বাংলাদেশের আজকের এই উন্নয়ন। তিনি মুক্তিযোদ্ধের মূল আদর্শকে বুকে ধারণ এবং ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস সংরক্ষণের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। সভাপতি মহোদয় তার বক্তব্যে শৈশবে দেখা ৭১ এর মার্চের অভূতপূর্ব গণজাগরণ এবং মহান মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিচারণ করেন। তিনি বলেন জাতির পিতা জীবনবাজি রেখে দেশকে স্বাধীন করেছিলেন বলেই আজ আমরা বিশ্বে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পেরেছি। তিনি বিদ্যুৎ বিভাগের স্বাধীনতা পদক ২০২২ প্রাপ্তি প্রসঙ্গে বলেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিচক্ষণ পরিকল্পনা ও দিকনির্দেশনা এবং প্রতিমন্ত্রী মহোদয়ের সুযোগ্য নেতৃত্ব আমরা স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তি আর জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকীতে দেশকে শতভাগ বিদ্যুতায়ন করতে পেরেছি। তারই যথাযোগ্য স্মৃতি হলো এই স্বাধীনতা পুরস্কার।

সংযুক্তিঃ অনুষ্ঠানের ছবি।